চান্দিনার জঙ্গী এবং নির্বাচন

২৯ তারিখ একেবারে দোরগোড়ায়। নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। রাজনৈতিক জোট, মহাজোট, দলসহ প্রার্থীদের ভোটের জন্য প্রচার এই কয়েকদিনে ব্যাপক হয়ে উঠেছে। একটার পর একটা দিন যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে ২৯ ডিসেম্বর, আর দেশবাসী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় রয়েছে ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যখন আশায় দিন গুনছে, তখন নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা ধরনের তৎপরতা শুরু করে একটি চক্রান্তকারী মহল– শুরু হয় জঙ্গী তৎপরতা। নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, বানচাল করা, গণতন্ত্রের পথে চলার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা এই মহলটির উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যেই তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চেষ্টা করতে থাকে। ভোটের মাঠে তাই জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর থেকেই এমন ধারণা করা সম্ভব হয়। জঙ্গীরা যে তৎপরতা বন্ধ করেনি তা বিভিন্ন ঘটনা তথা খবর থেকে বোঝা গেলেও বিশেষভাবে বোঝা যায় মঙ্গলবারের চান্দিনার ঘটনায়। কুমিল্লার চান্দিনায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জনসভার দু'ঘণ্টা পর র‌্যাব সদস্যরা ৩টি গ্রেনেডসহ দুই জেএমবি জঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে। কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার একটি গ্রামে ঐদিন র‌্যাবের সঙ্গে জেএমবি জঙ্গীদের গ্রেনেড হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। জঙ্গীরা র‌্যাবের ওপর গ্রেনেড হামলা চালালেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরে র‌্যাবের গুলিতে এক জেএমবি জঙ্গী আহত হয়। র‌্যাব ৩টি গ্রেনেডসহ দুই জেএমবি জঙ্গীকে গ্রেফতার করে। অল্প কয়েকদিন আগেই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাঁকে হত্যার চক্রান্ত চলছে এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় কয়েকদিন আগে। তাতে বলা হয়, ৬ আত্মঘাতীর তৎপরতার খবর। ঐ সময় বলা হয়, হুজির আত্মঘাতীরা প্রস্তুত : টার্গেট হাসিনা। এ নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। ষড়যন্ত্র ফাঁসের খবরে জঙ্গী সমর্থক একটি গোষ্ঠী বেসামাল হয়ে পড়ে, খবরে সে কথাও বলা হয়। ওদিকে বুধবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, দুই নেত্রীর চট্টগ্রাম সফর বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারকাজে দুই নেত্রীরই চট্টগ্রাম সফরে যাওয়ার মোটামুটি তারিখ ঠিক হয়েছিল। কিন্তু দুজনের কেউই সেখানে যাচ্ছেন না বলা হয়েছে। শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম সফরের সম্ভাব্য তারিখ ছিল ২৬ ডিসেম্বর। নিরাপত্তার কারণে সে সফর বাতিল করা হয়েছে। আর বুধবার চট্টগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল বেগম জিয়ার। সেটা দলীয় কোন্দলের কারণে বাতিল করা হয়েছে বলে প্রকাশিত ঐ খবরে বলা হয়েছে। নানা নামের জঙ্গীরা বিভিন্ন কৌশলে ভোটের মাঠে প্রবেশ করে ভোটের স্বাভাবিক ধারা নস্যাত করার চেষ্টা বন্ধ করবে না। এরা তৎপরতা চালানোর সুযোগ খুঁজবে রাজধানীতেও । ঠিক তেমনি দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতেও তৎপরতা চালানোর সুযোগ খুঁজবে। একদিকে শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জঙ্গী তৎপরতার খবর তথা র‌্যাবের ওপর জঙ্গী হামলার খবর– এসব থেকে বোঝা যায়, জঙ্গীরা তাদের অপতৎপরতার সুযোগ খুঁজবেই। সরকারকে জঙ্গী, সন্ত্রাসীদের দমনে প্রয়োজনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। নির্বাচন আসন্ন প্রায়। এখনই এসব গ্রুপ, গোষ্ঠীকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, যাতে তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোন রকম অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ না পায়। কোন অপশক্তিই যাতে নির্বাচন বানচাল করতে না পারে, নির্বাচনের স্বাভাবিক উৎসবের আবহ নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য সকল সন্ত্রাসী, সকল জঙ্গী গ্রুপের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে সরকারকে।

গ্রেনেড হামলায় ফাঁসি

গ্রেনেড হামলা মামলার চূড়ান্ত কখনই কয়েক হামলাকারীর ফাঁসি বা যাবজ্জীবনে শেষ হতে পারে না। কারণ, কোন গ্রেনেড হামলা কখনই একটি সাধারণ হামলা নয়। এই অস্ত্র যেমন কোথা থেকে আসে সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তেমনি যারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত তারা মাত্র কয়েকজন হতে পারে না। তাই এ ধরনের মামলার মূল উদ্দেশ্য যত না কয়েক হামলাকারীকে সাজা দেয়া, তার থেকে বেশি কোথা থেকে, কারা, কিভাবে এই হামলা করল, তাদের উদ্দেশ্য কী তা উদ্‌ঘাটন করা। তারপরে যখন কোন দেশে অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রদূতকে হত্যাচেষ্টা করা হয়, তার ওপর গ্রেনেড হামলা হয় তখন এটা আরও বেশি খতিয়ে দেখা দরকার। ব্রিটশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা মামলায় কয়েক আসামীর সাজা দিয়েছে নিম্ন আদালত। কিন্তু সত্যি বলতে কি এই মামলার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই গ্রেনেড এসেছে, কী পরিকল্পনায় তারা এ কাজ করেছে, আন্তর্জাতিক কোন চক্র এর সঙ্গে জড়িত আছে কি-না সে সব কিছুই বের হয়ে আসেনি। অথচ ফাঁসির আদেশের সমান গুরুত্ব ছিল এসব দিক বের করে আনা। তাছাড়া এই গ্রেনেড হামলা বাংলাদেশে একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ সরকারের আমলে হয়েছে। তারা কখনই ওই গ্রেনেড হামলার বিচার করেনি। তদন্ত কাজে বার বার বাধা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শেখ হাসিনা হত্যাচেষ্টা হয় যে গ্রেনেড হামলার ভিতর দিয়ে, সেটাকে ওই সময়ের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। আবার বর্তমান সরকার যখন ওই গ্রেনেড হামলার মূল আসামী হিসেবে তাদের এক মন্ত্রীকে চিহ্নিত করেছে তখন তারা তাকে মনোনয়ন দিয়েছে আসন্ন নির্বাচনে। তাই বড় একটি রাজনৈতিক দল যখন এভাবে দেশে গ্রেনেড হামলাকারীদের প্রটেকশন দিচ্ছে তখন বিচারের ভিতর দিয়ে এই হামলাকারীদের নাড়ি-নক্ষত্র বের করে আনা ছিল দেশের জন্য জরুরী। কারণ, এ ধরনের অস্ত্রসহ জঙ্গী হামলা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকেই ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে না, এ ধরনের হামলা এবং দেশের মধ্যে কোন বড় রাজনৈতিক দল কর্তৃক তার প্রটেকশন প্রমাণ করে, এটা অনেক বড় চক্র। অনেক সময় অনেক বড় সন্ত্রাসী চক্র বড় বড় রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এমনকি পৃথিবীর অনেক দেশে দেখা গেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা মাদক চোরাচালানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে। আর অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত তো পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা। গ্রেনেড কোন সাধারণ অস্ত্র নয়। এটা সামরিক বাহিনীর অস্ত্র। তাই এ ধরনের অস্ত্র যখন কোন দেশের মধ্যে হরহামেশা ব্যবহার হয়, ধরা পড়ে তখন ধরে নিতে হয় কোন না কোন ক্ষমতা জড়িয়ে গেছে এদের সঙ্গে। এজন্য বাংলাদেশে কোন গ্রেনেড হামলার চূড়ান্ত রায় কখনই ফাঁসি নয়। চূড়ান্ত রায় হবে এর নাড়ি-নক্ষত্র বের করে ফেলা। আনোয়ার চৌধুরীর ওপর এই যে হামলা হয়েছে এটার ভিতর দিয়ে প্রকৃত তথ্য বের করা সহজ ছিল। কারণ এ কাজে আমরা বিদেশী লজিস্টিক সাপোর্ট পেতাম। তাই এই রায়ের পরেও এ হামলা দাবি করে এর নাড়ি-নক্ষত্র বের করা হোক।

আমাদের পারতেই হবে

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে

নির্বাচনের কাউন্টডাউন যখন শুরু হয়ে গেছে তখন দৈনিক ভোরের কাগজে (২৪.১২.০৮) একটি খবর পড়ে 'টাশকি' মেরে গেছি। এমআর আখতার মুকুলের চরমপত্রের ভাষায় বললে বলতে হয় 'অক্করে টাশকা মাইরা গেছি। কি পোলাডারে বাঘে খাইলো! ... ... মওলবী সাবের ল্যাললেড়া ইজ্জতটা অক্করে পাংচার হইয়া গেলো।'

তাহলে একটু খোলাসা করেই বলি। ভোরের কাগজের সংবাদ শিরোনামটা ছিল - 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরায় যুদ্ধাপরাধীদের মানহানি ঘটেছে'। সংক্ষেপে খবর হলো–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের দক্ষিণ সিলেটের আমির ও সিলেট-৬ আসনের চারদলীয় জোটপ্রার্থী হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ইতিহাস তুলে ধরে সংবাদ প্রতিবেদন প্রচারের অভিযোগে সিলেটের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বাদী হয়ে তিনি এ মামলা করেছেন। মামলার এজাহারে এটিএন বাংলার প্রতিবেদনটি উল্লেখ করে তাতে বলা হয়েছে, "যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর সংশ্লিষ্টতার কথা এখন দেশে নয়, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত সব দলিলেই পাওয়া যাবে। তিনি ছিলেন বদর বাহিনীর সিভিল প্রধান। পাকিস্তানের গোয়েন্দা রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রধান হয়ে যা যা করা দরকার তিনি তাই করেছেন। সাবেক জোট সরকারের মন্ত্রী এবার ভোট চাইছেন পাবনা-১ আসন থেকে। তার দলের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তৎকালীন বদর বাহিনীর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি এবার ভোটের দাবি করেছেন ফরিদপুর-৩ আসন থেকে। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ কামারুজ্জামান যিনি সূযাদি গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি ভোট চাইছেন শেরপুর-১ আসনে। এছাড়া পিরোজপুর-১ আসনে চারদলীয় প্রার্থী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে একাত্তরে এলাকায় লুটপাটের।"

এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে পাবনা-৫ আসনের প্রার্থী আবদুস সোবহান যার বিরুদ্ধে সেই এলাকায় '৭১-এর গণহত্যার সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে, রংপুর-২ আসনের এটিএম আজাহারুল ইসলাম যিনি একাত্তরে আল-বদর বাহিনী সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন, সাতক্ষীরা-২ আসনের প্রার্থী যিনি '৭১-এর পর থেকেই পরিচিতি লাভ করেছেন জল্লাদ খালেক নামে, খুলনা-৬ আসনে শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, গাইবান্ধা-১ আসনে আব্দুল আজিজ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে এম রিয়াছাত আলী, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের হাবিবুর রহমান, সিলেট-৫ আসনে ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, সিলেট-৬ আসনে হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধেও '৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। সংবাদটি শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বের ১৩৮টি দেশে এ সংবাদ প্রচার করে জামায়াত ও এর নেতাদের সুনাম, সম্মান ও মর্যাদাহানিকর করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে তা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে ভোরের কাগজের খবরে ।

সংবাদটি পড়ে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে হলো–ন্যাংটার আবার লাজের ভয়। যাহোক দূর প্রবাসে বসে এটিএন বাংলা এবং সময়োপযোগী প্রতিবেদনের প্রতিবেদক মুন্নী সাহাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। দেশের মানুষ জানুক এবং জেনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিক তাঁরা এই যুদ্ধাপরাধীদের ভোট দেবেন কিনা। দেশের মানুষ ভাবুক তাঁরা আর কোনদিন এদেরকে মন্ত্রীর আসনে সমাসীন করবেন কিনা। দেশের মানুষ নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুক সেই যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রীদের গাড়িতে শহীদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা তাঁরা আর দেখতে চান কিনা। দেশের মানুষ তিরিশ লাখ প্রাণ আর সহস্র কোটি করোটি স্পর্শ করে বলুক সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এদের আর স্যালুট করবে কিনা। স্বাধীনতার জন্য যে মানুষরা পরিবার পরিজন সহায় সম্বল সম্ভ্রম উৎসর্গ করে একটি সোনার দেশ স্বাধীন করেছে সেই মানুষরা শপথ করে বলুক সেই স্বাধীনতা বিরোধীদের ভোট দিয়ে এবার আর ভুল করবেন কিনা?

এই একটিবার সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সবাই একসঙ্গে জেগে ওঠা কি যায় না? যেভাবেই আমাদের ভুল হয়ে থাক না সে ভুল শোধরানোর সময় কি ফুরিয়ে গেছে? বিগত বছরগুলো স্মরণ করে কি একবারও ওদের হিংস্রতা, অমানুষিকতা, বর্বরতার কথা মনে হয় না? এবারই শেষ সুযোগ। ওদের পরাস্ত করতে না পারলে চিরদিনের জন্য হেরে যেতে হবে হে স্বাধীনতার শুভ্র কপোত - হে স্বাধীনতার মানুষ। শুরু হয়ে যাবে সেই পুরনো শকুনী স্লোগান - আমরা সবাই .. ... আফগান। বাকিটুকু বোধকরি আর বলতে হবে না।

তাই এখনই সময়। এবারই শেষ সুযোগ। যুদ্ধাপরাধীদের চিরদিনের মতো প্রতিহত করতে হবে। আর সে অস্ত্র দেশের ভোটারদের হাতে। নতুন প্রজন্মের হাতে। শুধু একটি ভোট। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মোতাবেক কাজও করছেন। নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। দুর্দিনের সাথী সশস্ত্র বাহিনীও সজাগ। প্রস্তুত। কোন অনিয়ম তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। এবারই সুযোগ নির্ভয়ে সাহস করে নিজের পছন্দের মানুষটিকে ভোট দেবার। কেউ যেন ওদের ভোট না দেয় তার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ করা প্রয়োজন। একযোগে। এখনই সময় যুদ্ধপরাধীদের চরমপত্র দেবার।

নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ তাঁরা নানাবিধ ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে দেশকে আজ নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তাঁর সাহসী পদক্ষেপগুলোর জন্য। মচকালেও কখনো ভাঙছেন না। পাবনার জেলা প্রশাসককে পক্ষপাতদুষ্ট অপরাধে সরিয়ে দেবার সাহস রেখেছেন, আইন নিয়মনীতি রক্ষাকল্পে প্রার্থিতা বাতিল করতে পিছপা হননি। হলুদ কার্ড লাল কার্ড দিয়ে যাচ্ছেন সমানে। কোন কিছুর কাছেই নতিস্বীকার করছেন না। এমনকি পুরান ঢাকার সোনার ছেলের নির্বাচনী পোস্টার চার রঙে ছাপিয়ে ব্যবহার করার কারণে সেটা বাজেয়াপ্ত করেছেন। তিনি পারবেন। অবশ্যই পারবেন জাতিকে একটি কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে। দেশে যখন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি করতাম তখন বোধকরি তিনি কোন একসময়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা)-এর দায়িত্বে ছিলেন। তখন থেকেই জানি মানুষটি নীতির সাথে কখনো আপোস করেননি। হাকিম নড়েছে হুকুম নড়েনি। আমি এখনও বিশ্বাস করি তিনি তেমনটিই আছেন। তাই নির্বাচন নিয়ে আমার কোন সংশয় নেই। নেই তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে কোন প্রশ্ন। সন্দেহ।

আমার সংশয় না থাকলেও, দেশবাসীর সংশয় না থাকলেও কোন কোন নেতা নেত্রীর কথায় ভাষণে সংশয় সন্দেহর পূর্বরাগ বা খেয়ালের ধুন-আলাপ শোনা যাচ্ছে। তা যাক। এটা আমাদের অতীত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য। সেটা আগামীতে আর থাকবে না। এবার থেকেই আর থাকবে না। কারণ নির্বাচন কমিশন সরকার এবং সরকারের সহযোগিতায় দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী এবার তেমনই একটি নির্বাচন করবেন যেখানে ষড়যন্ত্র কারচুপি ইত্যাকার সব শব্দ আর ধোপে টিকবে না।

কিন্তু কথা একটাই। আর যাই হোক ওই রাজাকার আল-বদর যুদ্ধাপরাধীরা যেন কোনভাবে ভোট না পায়। ঘৃণা ওদের প্রাপ্য, আমরা ওদের তাই-ই দেব।

এবারের নির্বাচনের শেষে ওদের পরাস্ত করে আমরা যেন বলতে পারি –কি পোলাডারে বাঘে খাইলো! আজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে রাজাকার আল-বদর আর যুদ্ধপরাধীদের রাজত্ব (দাপাদাপি) শ্যাষ। ... খেইল খতম পয়সা হজম ...।

আমরা পারব। অবশ্যই পারব। আমাদের পারতেই হবে।

লেখক : প্রবাসী শিক্ষাবিদ
e-mail: q_parvez@hotmail.com

খলীফা হারূন–নাইসেফোরাস–বুশ

প্রসঙ্গ ইসলাম

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

মিন্ হারূনার রশীদ আমীরুল মু'মিনীন ইলা নাকিফুর কালবুর রূম ওয়া সলানা কিতাবুকুম্ ওয়ার্ রদ্দু হুয়া মা লান্ তাস্ মাহু উয্নুকা বাল তারাহ 'আয়নাকা...

আরবীতে লেখা উপরে বর্ণিত কথাগুলো নবম শতাব্দীর একটা ঐতিহাসিক পত্রের অংশ বিশেষ যা লিখেছিলেন রাজধানী বাগদাদ থেকে আব্বাসীয় খিলফতের পঞ্চম খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদ রোমান সম্রাট নাইসেফোরাস (আরবী উচ্চারণ নাকিফুর) বরাবর। চিঠিটিতে নাইসেফোরাসের পর্বোদ্ধত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাব প্রদান করা হয় যার বাংলা অর্থ এরূপ : আমীরুল মু'মিনীন হারূনুর রশীদ থেকে রোমান সম্রাট নাইসেফেরাস (আরবী উচ্চারণ নাকিফুর) বরাবর। চিঠিটিতে নাইসেফোরাসের গর্বোদ্ধত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাব প্রদান করা হয় যার বাংলা অর্থ এরূপ : আমীরুর মু'মিনীন হারূনুর রশীদ থেকে রোমান কুত্তা (কালবুর রূম) নাইসেফোরাসের নিকট। তোমার চিঠি পাঠ করলাম আর এর উত্তর তুমি কর্নে শুনবে না বরং তা তোমার চোখ দুটো অচিরেই দেখতে পাবে।

এই চিঠিটি ইতিহাসে আছে। এই চিঠি ৮০২ খ্রিস্টাব্দের আর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর বোরবার সেই হারূনুর রশীদের বাগদাদে সহস্রাব্দের শয়তান (ডেভিল অব দ্য মিলিনিয়াম) হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে লক্ষ্য করে মহান সাংবাদিক ২৮ বছর বয়স্ক আরব বীর মুন্তাদির আল্ জায়দী তাঁর পায়ের জুতো খুলে মারার সময় চিৎকার করে বলেন : এই কুত্তা! এই নে তোর উপহার, এটা ইরাকীদের কাছ থেকে তোর বিদায়ী চুম্বন (বিদায়কালীন পাদুকাঘাত)। এ কথাগুলো প্রথম জুতা ছুড়ে মারার পর পরই দ্বিতীয় জুতাটি ছোড়ার সময় বলেন : এটা ইরাকের অগণিত শহীদের তরফ থেকে, অগণিত ইরাকী বিধবা, ইয়াতীমের পক্ষ থেকে। এই কুত্তাকে জুতা মারার সাথে সাথে ক্ষণিকের মধ্যে নবরূপে যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। খলীফা হারূনুর রশীদের নাইসেফোরাসের বরাবর প্রেরিত সেই চিঠিটার কথা মনে পড়ে যায়। যাতে নাইসেফোরাসকে বলা হয়েছে, রোমান কুত্তা আর আমেরিকান কুত্তা হিসাবে চিহ্নিত হলেন যুদ্ধবাজ বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেব। তাঁর দেশসহ পৃথিবীর বিবেকবান দেশের মানুষ এই কুত্তা বলায় জায়দীকে কেবল অভিনন্দিতই করেনি বরং কয়েকজন পিতা তো এই সাহসী তরুণ সাংবাদিককে জামাতা বানানোরও প্রস্তাবও রেখেছে।

বাগদাদের খলীফা হারূনুর রশীদ নাইসেফোরাস চিঠির জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি ১ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরে উপনীত হয়ে রোম সম্রাটকে পরাস্ত করে হিরাক্লিয়া, তিরানা প্রভৃতি অঞ্চল কব্জায় আনেন সে হচ্ছে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। যে চিঠি পাঠিয়ে নাইসেফোরাস প্রতাপশালী বাদশাহ হারূনকে এই যুদ্ধ গমনে বাধ্য করেছিলেন তার ভাষা দারুণ আপত্তিজনক ছিল। এই নাইসেফোরাস ছিলেন রোমান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। তখন রোম সম্রাজ্ঞী ছিলেন সম্রাট ৪র্থ লিওর বিধবা স্ত্রী আইরিন। এই আইরিন নাবালক পুত্র কন্সটান্টাইনের চোখ উৎপাটন করে নিজে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি খলীফা হারূনুর রশীদের বশ্যত স্বীকার করে নিয়ে নিয়মিত কর দেবার শর্তে চার বছর নিয়াদী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু সেনাবাহিনী কমান্ডার নাইসেফোরাস এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রানীকে পদচ্যুত করে নিজেই সিংহাসানে অধিষ্ঠিত হয়ে খলীফা হারূনুর রশীদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এই বলে : From Nicephorus, Master fo the earth, to Harun king of the Arabs. The weak and faint hearted, Irene Submetted to Pay you tribute. Relurn to me all She paid to you and give up the lands you have gained in battle and we shall spare your people or elese the metter shall be settled by the Sword_ জগতপ্রভু নাইসেফোরাস থেকে আরব মূলকের বাদশাহ্ হারূন বরাবর। দুর্বল এবং ভীরুচিত্তের আইরিন আপনার কাছে যেসব বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদান করেছে তার সমুদয় প্রদত্ত কর আমার নিকট ফিরিয়ে দিন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে যেসব ভূমি আপনি অর্জন করেছেন তা আপনি ছেড়ে দিন তাহলে আমরা আপনার জনগণকে অব্যাহতি দেব নতুবা বিষয়টি তরবারির দ্বারা মীমাংসিত হবে।

এই পত্রের জবাবেই খলীফা হারূনুর রশীদ রোমান কুত্তা সম্বোধন করে উপরে উল্লিখিত চিঠি দিয়ে নাইসেফোরাসকে পরাজিত করে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন।

খলীফা হারূনুর রশীদ অত্যন্ত শক্তিধর ও প্রতাপশালী শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। খিলাফতের সর্ব ধর্মের মানুষকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। ঐতিহাসিক হিট্টি হারূনুর রশীদের খিলাফাত আমলকে ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে অভিহিত করেছেন। তেইশ বছর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে নয়বার হজ পালন করেন। আব্বাসীয় খলীফাগণের মধ্যে হারূনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন : নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ব পরিমণ্ডলে যে দু'জন নৃপতি ভাস্কর হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্যের রাজা শার্লিমেন এবং প্রাচ্যের হারূনুর রশীদ।

এখানে উল্লেখ্য যে, হারূন যেমন প্রতিভাবান খলীফা ছিলেন তেমনি তিনি সংস্কৃতিবান, সমরকুশলী, প্রজারঞ্জক বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হারূনুর রশীদের শাসন আমলেই বাগদাদ নগরী গৌরবের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি'আল্লাহু তা'আলা আন্হুর মতো তিনিও ছদ্মবেশে রাত্রিকালে প্রজা সাধারণের খোঁজখবর নিতেন। তাঁর শাসন আমলকে কেন্দ্র করেই আলিফলায়লার মতো উপন্যাস রচিত হয় যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তিনি তাঁর শাসন কুশলতার দ্বারা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে খিলাফতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গরিব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা এবং অভাব-অনটন দূর করার জন্য তিনি তাদের মধ্যে মাথাপিছু নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তার আমলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ হয়। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় অবদান রাখেন। খলীফার একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান নানা শাখায় মুসলিম পণ্ডিতগণ অসামান্য অবদান রাখেন। তিনিই সর্বপ্রথম খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

তিনি জ্ঞানী-গুণীদের খুবই কদর করতেন। তাঁর দরবারে পণ্ডিতজনদের ভিড় লেগেই থাকত। তাঁর শাসন আমলে কবিতার চর্চা ও কবিতা লেখার নয়াদিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বায়তুল হিক্মা অথবা খিযানাতুল হিক্মা নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে তাবত জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রন্থের সমাবেশ ঘটান তিনি। এখানে যে অনুবাদ ও গবেষণা শাখা ছিল। যাতে অতি মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহে সমৃদ্ধ করা হয়। তাঁর নির্দেশে বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা হয়। তাঁর নির্দেশে প্রধান বিচারপতি (কাজীউল কুজাত) হযরত ইমাম ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলায়হি কিতাবুল খারাজ নামে একটি গ্রন্থ রচনা

করেন তাতে খারাজ, সাদাকা, জিয়্যা ইত্যাদি বিষয়ে আইনাদি সঙ্কলিত যেমন হয় তেমনি প্রশাসনিক নীতিমালা, জনসাধারণের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ও আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিষয়াদি সন্নিবেশিত হয়।
বাগদাদ নগরীর পত্তন ঘটিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর আল মনসুর আর তাঁর নির্দেশে তাঁর নামে হারূনিয়া নামে এক সুরক্ষিত নগরীর পত্তন হয়।
হারূন উচ্চ শিক্ষিত এবং বীর যোদ্ধা ছিলেন। এক তথ্যে জানা যায়, তাঁর স্মরণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল প্রজারঞ্জক, জনদরদী এবং মহানুভব খলীফা হিসবে তাঁর খ্যাতি ছিল। হারূনুর রশীদ আব্বাসীয় খিলাফতের যে স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের সূচনা তা বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর পুত্র মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখেন। তাঁর স্ত্রী বেগম যুবায়দা কিংবদন্তী মহিলা হিসাবে খ্যাত। তিনি মক্কা শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হিওয়া সাল্লামের জন্মগৃহ হুবহু স্থানে সংরক্ষণ করেন এবং আরাফাত ময়দান থেকে মক্কা মুকাররম পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাইল খাল খনন করে পানির ব্যবস্থা করেন যা নহরে যুবায়দা নামে খ্যাত। এই খাল খননে ১ লাখ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় হয়।
ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক এবং তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হারূনুর রশীদ নাইসেফোরাসকে রোমান কুত্তা বলে যে, ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রায় ১২০০ বছর পর বীর সাংবাদিক জায়দী সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন।
লেখক : উপদেষ্টা, ইনস্টিটিউট অব হযরত মুহম্মদ (সা)

ফিরে দেখা

ফুলস্টপবিহীন ভাষণ

মিজান চৌধুরী ॥ বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় রাজস্ব রোর্ড ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সেরা করদাতাদের পুরস্কার দেয়ার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কার পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্তের জন্য একজন করদাতাকে মঞ্চে ডাকা হয়। ওই করদাতার বয়স হবে কমপক্ষে ৮০ বছর। তিনি মঞ্চে উঠে বক্তব্য শুরু করেন। অবশ্য ডায়াসে বসে আছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম। কিন্তু ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি বক্তব্য দিতে গিয়ে আর থামছে না। প্রায় দশ মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ অবশ্য বক্তব্য দিতে গিয়ে রেগে যান। এক পর্যায়ে বৃদ্ধের নিকটাত্মীয় এসে কানে কানে কথার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আপনাকে মঞ্চ থেকে নামতে হবে। পাশে অর্থ উপদেষ্টা বসে আছে। এর পরও তিনি থামছেন না। এক পর্যায়ে খুব বুঝিয়ে তাকে মঞ্চ থেকে নামানো হয়। এতে উপস্থিত সকলে হেসে উঠেন বৃদ্ধের কর্মকাণ্ড দেখে।

গেজেটে আছে, বাস্তবে নেই!

মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল ॥ গেজেটে ভোট কেন্দ্রে, বাস্তবে অস্তিত্বই নেই। মুন্সীগঞ্জ-২ আসনের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার ঘটনা একটি। তাই বেতকা ইউনিয়নের ৫ ওয়ার্ডের ১২শ' ২৩ ভোটার এখন কোথায় ভোট দিতে যাবেন তা জানেন না, পড়ে গেছেন দিধাদ্বন্দ্বে। দক্ষিণ বেতকা গ্রামের ভোটারদের এই বিড়ম্বনা ধরা পড়ে বুধবার। এই কেন্দ্রে নিয়োগকৃত প্রিসাইডিং অফিসার জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন তাঁর কেন্দ্রে খুঁজে না পেয়ে বিপাকে ব্যাচারি। সহকারী রিটার্নিং অফিসার টঙ্গীবাড়ির ইউএনওর নির্দেশনা দিয়েছেন ২ নং ওয়ার্ডস্থ বেতকা পশ্চিমপাড়া স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণের জন্য। কিন্তু গেজেটে এই কেন্দ্রেও নাম রয়েছে– 'পশ্চিম বেতকা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। বাস্তবে এই নামে কোন স্কুল তো দূরের কথা পশ্চিম বেতকা নামে কোন গ্রামই নেই এই এলাকায়। এমনকি এই ২ নং ওয়ার্ডের ভোটারাও এই কেন্দ্রে ভোট দেবেন না। শুধু দক্ষিণ বেতকা গ্রামের জন্য ভোট কেন্দ্রটি কেন দূরের অন্য গ্রামে দেয়া হবে এর যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টঙ্গীবাড়ির ইউএনও একেএম সোহেল এই প্রতিনিধিকে বলেছেন– যেহেতু গ্যাজেট হয়ে গেছে তাই, তাই কিছু করার নেই। এই কেন্দ্র তৈরি করে গেছেন আগের ইউএনও হামিদ জমাদ্দার। ভোট কেন্দ্রের এই সমস্যায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জলিল শিকদারও বিস্মিত। নিজ গ্রামে বা কাছাকাছি কেন্দ্রটি সরিয়ে আনার জন্য এই দিনই অনুরোধ জানিয়ে লিখিত আবেদন করেছেন এই চেয়ারম্যান। সাড়া না পেয়ে বিষয়টি রিটার্নিং অফিসার পর্যন্ত এসেছে, ফয়সালা হয়নি। দক্ষিণ বেতকা গ্রামের ভোটারি আলী আক্কাস বলেন, ৫ নং ওয়ার্ড থেকে বেশ ক'টি গ্রাম ডিঙ্গিয়ে প্রায় ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হবে এই পশ্চিমপাড়া স্কুলে। তাই এবার হয়ত আমাদের ভোট দেয়া আর হলেও না কেন আমরা দূরে ভোট দিতে যাব, কী অপরাধ আমাদের? এই প্রমাণ করে বলেন, আমাগো নিজ গ্রামের স্কুল দক্ষিণ বেতকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইউপি নির্বাচনের ভোট দেই, আর সংসদ নির্বাচনে পাশের খিলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই ভোট দিতে। সরকার এবার জনগণের সুবিধার্থে নাকি কেন্দ্র বাড়িয়েছে তার নমুনা কী এই? জোট সরকারের সময় এখানে নিয়োগ পাওয়া ইউএনও হামিদ জমাদ্দার একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে নানাকর্ম চালিয়েছেন এখানে, আর সেই জন্যই নাকি তাঁর প্রাইজপোস্টিং হয়েছে ঢাকার এডিসি হিসাবে।

আচরণবিধি

ফিরোজ মান্না ॥ এবার প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করছে। বাড়ির দেয়াল দেখলেই বোঝা যায় প্রার্থীরা কিভাবে আচরণবিধি মেনে চলছেন। একটি মাত্র আদেশে দেয়ালে পোস্টার লাগানো বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ কথায় কথায় বলা হয়, দেশে কোন আইনের প্রয়োগ নেই। আসলে আইন যারা প্রয়োগ করবেন তাদের সততা ও সাহস থাকতে হবে। তবেই আইন প্রয়োগ যথাযথ হবে। নির্বাচনের আচরণবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে কোন ছাড়া দেয়া হচ্ছে না। তবে বড় দলগুলো একে অপরের প্রতি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলছেন। অনেকেই বলেছেন, এবারের নির্বাচনে প্রার্থীরা সংযত বক্তব্য রাখছেন। এটা ভাল দিক। রাজনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষা করে নির্বাচনী প্রচার হচ্ছে। অতীতে এভাবে কোন নির্বাচনী প্রচার হয়নি। নির্বাচনী প্রচার নিয়ে অতীতে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এবার কিন্তু এসবের খবরও পাওয়া যাচ্ছে কম। সব মিলে নির্বাচনী পরিবেশ বেশ ভাল। আর এই ভাল পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেন নির্বাচন অনুষ্ঠানও হয়ে যায়। এমন আশা-আকাঙ্ক্ষাই এখন মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে। মানুষ চায় একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন।

দারিদ্র্য যখন হাতিয়ার

মহিউদ্দিন আহমেদ ॥ দারিদ্র্য দূর করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করে। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের দারিদ্র্যমুক্ত জীবন উপহার দেয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্য অনেক সময় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় নাগরিক জীবনে। এমন এক চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন জনপ্রিয় উপস্থাপক ডাক্তার আব্দুর নূর তুষার। গত বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি গোলটেবিল আলোচনার সঞ্চালক ছিলেন তিনি। এই সময় তিনি বলেন, আমাদের দেশে যে সকল গুঁড়োদুধে মেলামিন পাওয়া গেছে ওইসব বেশিরভাগ দুধ গরিব শ্রেণীরা খায়। অর্থের অভাবে প্রয়োজন মোতাবেক গুঁড়োদুধ তারা খেতে পারেনি। যদি খেতে পারত তাহলে মেলামিন খেলে যে রোগ হয় তার শিকার হতে হতো সবাইকে। এ সময় তিনি বলেন, শুধু তই নয়, এক সঙ্গে ২শ' সিগারেট খেলেও একজন মানুষ মারা যায়। দারিদ্র্যর কারণে আমাদের দেশে অনেকে এক সঙ্গে দু'শ' সিগারেট খেতে পারে না। এখানেও দারিদ্র্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।